সংবাদ

তারিখ ..... 9 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ..... ২ .....

ছাত্রলীগ যদি খারাপ কাজে ছাত্রদলকে অনুসরণ করে তবে আর দিনবদল হলো কোথায়!

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ভর্তির ওপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ছাত্রলীগ। সাধারণ ছাত্ররা তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের নির্দেশমতো ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য চাপ দিয়েছে ছাত্রলীগ। এর ব্যত্যয় ঘটলে বড় ধরনের অনিষ্ট ঘটানোর হুমকিও দিয়ে রেখেছে ক্ষমতাসীন দলের এই অঙ্গ সংগঠন। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাজধানীর কবি নজরুল কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে ৫ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হচ্ছে কলেজ ছাত্রলীগকে। কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদককে চাঁদা দিলে ভর্তির অনুমতিপত্র মেলে। কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি স্বাক্ষর-সংবলিত অনুমিতপত্র দিলেই কেবল ছাত্র ভর্তি করা হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে ওই কলেজে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য এ রকম নিয়ম (?) করে দিয়েছে কলেজের ছাত্রলীগ নেতারা। আর এর তদারকি করার জন্য ভর্তি কমিটির আহ্বায়কের কক্ষের সামনে তারা মহড়া দিচ্ছে। এ নিয়ম মেনে নেয়ার জন্য শিক্ষকদের হুমকিও দেয়া হয়েছে।

আরেকটি দৈনিক থেকে জানা গেছে, কুমিল্লা সরকারি কলেজে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ৩৮৪ আসনে ভর্তি নিয়ে অনিয়ম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেখানকার অনিয়মের পেছনেও রয়েছে ছাত্রলীগ। তাদের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধাক্রম ছাড়াই ভর্তির তালিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরপরই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগ বেপরোয়া কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। টেন্ডার দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১৫ বার সংঘর্ষ হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন প্রাণ হারায়। ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় তিন মাস। চট্টগ্রাম, বরিশাল, গাজীপুরসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রলীগ ত্রাস সৃষ্টি করে। ফলে দেশের শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। বারবার সতর্ক করেও কোন কাজ না হওয়ায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা তখন বলেছিলাম এটা কোন সমাধান নয়। সেটা যে যথার্থ ছিল তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, সংগঠনটি বিভিন্ন কলেজে ভর্তি বাণিজ্য শুরু করেছে।

গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল ছাত্রদল, ছাত্রশিবির। দিনবদলের অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দলটির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের পথই অনুসরণ করছে। ছাত্রলীগ সরকারের প্রথম ৬ মাসেই যেসব কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, তাতে মনে হয় তারা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখলের অপেক্ষাতেই ছিল। দিনবদলের ধারও তারা ধারে না। তাহলে দিনবদলের গান গাওয়া কেন? সত্যিকারের দিনবদল করতে হলে ছাত্রলীগের অপকর্মের একটা বিহিত করতে হবে। বিএনপি, জামায়াত, চারদলীয় জোট এবং ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের অপকীর্তিগুলো অর্থাৎ দুর্নীতি, লুটপাট, টেন্ডার-ভর্তি বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি করা বন্ধ করতে হবে। বিএনপি-ছাত্রদল-জামায়াত-শিবির যা করেছে এখন যদি ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের কোন কোন অংশ একই পথে চলে তবে আর দিনবদল হবে কীভাবে?